দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ .... [illegible]
পৃষ্ঠা ...[illegible]... কলাম ....[illegible]....

পাঁচবিবি উপজেলার ১৬১ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই

■ পাঁচবিবি (জয়পুরহাট) সংবাদদাতা

পাঁচবিবি উপজেলার ৪টি পৌর ওয়ার্ডসহ ১৬১টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এসব গ্রামে প্রায় ৫ হাজার শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পৌরসভাসহ ৯টি ইউনিয়নের ২৫৬টি গ্রামের ৯৫টিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে অনুমোদিত ৪৭৪টি পদে ৮টি প্রধান শিক্ষকসহ ৪৮টি পদে কোন শিক্ষক নেই। জানা যায়, উপজেলার ৯টি পৌর ওয়ার্ডসহ ৮টি ইউনিয়নের ২৫৬টি গ্রামের ৯৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে সরকারি ৫৮টি, সরকার অনুমোদিত বেসরকারি ৩৩টি, কমিউনিটি বিদ্যালয় ৪টি। এসব বিদ্যালয়ে প্রায় ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে।

এ উপজেলার লোকসংখ্যা ৩ লক্ষাধিক। এক গ্রাম বা ওয়ার্ড থেকে আরেক গ্রাম বা ওয়ার্ডের দূরত্ব বেশি। অনেকক্ষেত্রে দূরত্বের ব্যবধান ৫/৬ কিলোমিটারের বেশি। কোন কোন এলাকায় ৩/৪টি গ্রাম মিলে একটি বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর চাপ বেশি। এ চাপ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। আটাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৫২ জন, রতনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬২৮ জন ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে। ৫ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে এ রকম বিদ্যালয়ের সংখ্যাও কম নয়।

আটাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জাকিয়া ফারহা দিবা চৌধুরী জানান, তার বিদ্যালয়ে সাড়ে ছয়শতের বেশি ছাত্র-ছাত্রী। সরকারি বিধিমতে, প্রতি ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষিকা নিয়োগের বিধান থাকলেও এ বিদ্যালয়ে ১৬ জন শিক্ষকের স্থলে কর্মরত আছেন ৮ জন। বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ, শ্রেণীকক্ষ, পয়ঃপ্রণালী সংকটের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে।

শাইলটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সায়লা চৌধুরী জানান, তার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সাড়ে চারশত। সরকারি বিধানমতে ১১ জন শিক্ষকের মধ্যে কর্মরত আছেন মাত্র ৪ জন। সমিরন নেছা মন্ডল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আকির হোসেন জানান, বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের সংকট, পয়ঃপ্রণালী ও খেলার মাঠ ব্যবহারের যোগ্য নয়। শহরের কেন্দ্রস্থলে ব্যস্ততম থানা রোডের পাশে বিদ্যালয়টির অবস্থান হলেও চারদিকের সীমানা প্রাচীর নেই। মাঠ সংলগ্ন দুটি ডোবা থাকার কারণে সবসময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে।